



বিশেষ পরিষেবা/ওনিবন্ধ

স্বাধীনতার ৭০ বছর বিশেষ প্রবন্ধ –স্বাধীনতা দিবস জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীপ্রায়শই বলতেন যে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ছয় লক্ষ গ্রামের মধ্যেই ভারতবর্ষ বাস করে

Posted On: 13 OCT 2017 11:53AM by PIB Kolkata

* কে.আর. সুধামন

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী প্রায়শই বলতেন যে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ছয় লক্ষ গ্রামের মধ্যেই ভারতবর্ষ বাস করে। তাই স্বাধীন ভারতের কোনো সরকারই এই বাস্তবকে অগ্রাহ্য করতে পারেনা এবং তাই সব সরকারেরই অর্থনৈতিক নীতির মূল ভাব হচ্ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। স্বাধীনতার পর থেকে ক্রমান্বয়ে যতগুলো সরকার এসেছে, সবাই এই গান্ধীবাদী চিন্তাধারাতেই তাদের অর্থনৈতিক দর্শনের শিকড় প্রাথিত করেছে যে, কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় কাজের সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার ক্ষেত্রে কৃটির শিল্প হচ্ছে প্রধান ক্ষেত্র। উন্নত মানের ভারতীয় হস্তশিল্প ও হস্ত তৈরি বস্তুকে বিখ্যাত ঢাকাই মসলিন হিসেবেই আখ্যা দেওয়া হতো। ভারতীয় বুননকারীরা ঢাকাই মসলিন কাপড়ের জটিল ও সুস্ব কারুকাজের জন্য পরিচিত ছিলেন, যেটাই মসলিন কাপড়ের শাড়ি একটি আংটির মধ্য দিয়ে গলে যেতো। ভারতীয় বুননকারীদের এই শিল্পকুশলতা ব্রিটিশদের আসার পর হারিয়ে যেতে থাকে। তারা ভারত থেকেই তুলো নিয়ে গিয়ে ম্যানচেস্টারে তৈরি মেশিনের কাপড় ভারতে চালিয়ে ভারতের কৃটির শিল্পকে ধ্বংস করে দেয়। এটাই ছিল ব্রিটিশদের শোষণ পদ্ধতি। তারা ভারতে সস্তার শ্রমিক নিয়োগ করে কাচা মাল উৎপাদন করতো এবং তাকে চাকচিক্যপূর্ণ শিল্পপণ্যে পরিণত করে ভারতের বিশাল জনগণের কাছেই চড়া দামে বিক্রি করত। এর ফলেই ভারতের শিল্প ও কারিগরী নৈপুণ্য ধ্বংস হয়ে যায়। ভারতীয় জনগণের একটা বড় অংশ বাধ্য হয়ে শুধুমাত্র কৃষির ওপর নির্ভরশীল হয়েপড়ে। অথচ কৃষিতে কর্মসংস্থান মরসুমি হওয়ার জন্য এই ক্ষেত্রে আগে থেকেই একটা প্রচ্ছন্ন কর্মসংকট চলছিল।

স্বাধীন ভারতে তাই জোরদেওয়া হয়েছে ছোট আকারের শিল্পের প্রসারের ওপর। বিশেষ করে কৃটির শিল্প ও লঘুশিল্পের ক্ষেত্রে, যাতে গ্রামীণ ভারতে বছরভর মানুষের জন্য রোজগারের বন্দোবস্ত হতেপারে। আজ দেশজুড়ে পাঁচ কোটিরও বেশি লঘু, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প রয়েছে, যা ভারতের উৎপাদন শিল্পের প্রায় ৪০ শতাংশ এবং পণ্য রপ্তানির প্রায় ৪৫ শতাংশ।

এর মানে এই নয় যে, ভারতে বড় আকারের ও ভারি শিল্পের প্রয়োজন নেই। এগুলো বিদ্যুত ক্ষেত্র, যন্ত্রপাতি তৈরি, যানবাহন, ইস্পাত শিল্প, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, গাড়ি শিল্প ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন। কিন্তু ছোট আকারের শিল্প প্রয়োজন কর্মসংস্থান তৈরির জন্য, কেননা বড় আকারের মূলধন-প্রধান ভারি শিল্প স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ও উচ্চ-প্রযুক্তিই বেশি ব্যবহার করে। এর মাধ্যমে তাই কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব নয়। কর্মসংস্থান আসতে পারে শ্রমিক শক্তি-প্রধান ক্ষেত্রেই, যেমন পরিকাঠামো উন্নয়ন, সড়ক ও রেলপথ নির্মাণ, সরবরাহের ব্যবসা, বস্ত্রশিল্প, হস্ত তৈরি, ক্ষুদ্র ও কৃটির শিল্প। এই ক্ষুদ্র ও কৃটির শিল্পে একটি কর্মসংস্থান তৈরিতে এক থেকে দেড় লক্ষ টাকার বিনিয়োগ প্রয়োজন, অন্যদিকে মূলধন-প্রধান ভারি শিল্পে একটি কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন পাঁচ থেকে ছয়লক্ষ টাকা। আবার একটি ছোট গাড়ি উৎপাদন হলে তাকে কেন্দ্র করে পরিষেবা ক্ষেত্রে অত্র তিনটি কাজের সুযোগ আসে, যেমন মেকানিক, ড্রাইভার, ক্লিনার ইত্যাদি। এরকম একটি ট্রাক অথবা একটি ট্রাক্টরের জন্য অত্র সাতটি কর্মসংস্থান হয়। তাই গ্রামীণ ভারতেযেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ কম সেখানে কৃষি ছাড়া একমাত্র পরিষেবা ক্ষেত্রেই হচ্ছে প্রধান বিষয়। এর মাধ্যমে একটা বড় সংখ্যক মানুষের গ্রাম থেকে শহরে চলে যাওয়াকে ঠেকানো যায়।

স্বাধীনতার পর থেকে লঘু ও ক্ষুদ্র শিল্পে সঠিকভাবে জোর দেওয়ায় দেশজুড়ে শিল্পগুচ্ছ তৈরি হয়েছে। এর পাশাপাশিএতে মাইক্রো ফিন্যান্স প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন অর্থায়ন প্রক্রিয়াও যুক্ত হয়েছে, যাতে মহাজনের শোষণকে কমিয়ে আনা যায়। এই মূল ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে মোদি সরকার গততিন বছরে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শক্তি যোগাবে। এর ফলাফল হয়ত এফুনি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে না, কিন্তু এর মাধ্যমে অবশ্যই ভিত্তি তৈরি হবে। মহাসড়ক নির্মাণ প্রায় দ্বিগুণ করা, গ্রামীণ সড়কের উন্নয়নগত গতিতে হওয়া, রেলের মূলধনী ব্যয়ে আগামী পাঁচ বছরে ৮.৫ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়করা, মেট্রো রেল নির্মাণ ইত্যাদি সমস্ত কিছুই কর্মসংস্থানে গতি আনবে। তাছাড়া খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রে একশ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমোদন গ্রামীণভারতে প্রচুর পরিমাণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। তাছাড়া প্রতি বছর দেশজুড়ে যে চলিশহাজার কোটি টাকার ফল ও সবজি পড়ে যেতো, তাও অনেকটা কমিয়ে আনা সুনিশ্চিত করবে। এরফলে কৃষকদের একটা ভালো মূল্য পাওয়ার পাশাপাশি গ্রামীণ জনগণের কাছে তাদের অঙ্গনেই একটা বিকল্প পেশার সুযোগও এনে দেবে। ‘মুদ্রা প্রকল্প’ কোটি কোটি যুবক-যুবতীর স্বরোজগারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করেছে। গ্রামীণ ভারতের যুব অংশ এর মধ্যদিয়ে শুধুমাত্র তাদের জন্যই কাজের সুযোগ তৈরি করছে না, বরং তাদের “স্টার্ট-আপ”-এর জন্য অন্যদের কাছে তারা কর্ম-প্রদানকারীও হয়ে উঠেছে। পরিকাঠামোর উন্নয়নের মধ্যদিয়ে যোগাযোগের অগ্রগতি দেশ জুড়ে আরও কিছু শিল্পক্ষেত্র সুনিশ্চিত করেছে। পরিবর্তে এগুলোও আরও কিছু শিল্পগুচ্ছ তৈরি করছে, যেমন তামিলনাড়ুর তিরুপ্পুর, উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদ, পাঞ্জাবের লুধিয়ানা, গুজরাটের সুরাট, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ।

গ্রামীণ এলাকার যেখানে কৃষিপণ্য প্রচুর পরিমাণে রয়েছে সেখানে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ পার্ক কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি কৃষকদের আয়ও বাড়াবে।

মুম্বাই-দিল্লি, লুধিয়ানা-কলকাতা, ভাইজাগ-চেন্নাই, চেন্নাই-ব্যাঙ্গালোর, ব্যাঙ্গালোর-মুম্বাই শিল্প-করিডোর স্থাপনের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। সরকার আগামী বছরগুলোতে আরও কিছু শিল্প-করিডোর তৈরি করারপ্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এছাড়া রয়েছে ভাইজাগ-চেন্নাই করিডোরকে একদিকে কলকাতা পর্যন্তবৃদ্ধি করা, অন্যদিকে তৃতিকোরিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা। এগুলো আরো বেশি পরিমাণে ক্ষুদ্র শিল্পগুচ্ছ তৈরির পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

বিমুদ্রাকরণের মাধ্যমেগতিশীল হওয়া অর্থনীতির ডিজিটাইজেশন এবং জি.এস.টি. অর্থাৎ পণ্য ও পরিষেবা করও নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। বিমুদ্রাকরণ কোনো ধরনের দুর্নীতি ছাড়াই বাণিজ্যের সহজতা বৃদ্ধি করবে। আর জি.এস.টি.’র ফলে জি.ডি.পি.-তে বেশকিছু শতাংশ বৃদ্ধি আসবে।

মোদি সরকার যে পরিচ্ছন্নবিদ্যুত, বিশেষ করে ছাদের ওপর বসানো যায় এমন সহ বিভিন্ন ধরনের সৌর বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করছে, তাতে প্রচুর সংখ্যক দক্ষ ও অর্ধ-দক্ষ কর্মীদের কাজের সুযোগ সুনিশ্চিত করবে। এই বিষয়টি ইতোমধ্যেই তামিলনাড়ু, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, কর্ণাটক ইত্যাদির মত রাজ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যেখানে বায়ু ও সৌর শক্তির উন্নয়ন বেশকিছু দূর এগিয়ে গেছে।

এই ধরনের পদ্ধতিগত ও পরিকাঠামো গত সংস্কারের জন্য কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে কিছু কিছু প্রাথমিক বাধা থাকতে পারে। কিন্তু এগুলো অর্থনীতিতে একটা বিশাল পরিবর্তন নিয়ে আসতে শুরু করেছে এবং আগামী দিনগুলোতে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এক বিরাট অগ্রগতি আনার প্রয়োজনীয় ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে।

* কে.আর. সুধামন হচ্ছেন চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করা এক অভিজ্ঞ সাংবাদিক, যিনি প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়ার সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন এবং তিনি টিকারনিউজ ও ফিন্যান্সিয়াল ক্রনিকলের অর্থনৈতিক সম্পাদক হিসেবে কাজ করছেন।

এই প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণরূপে লেখকের নিজস্ব।

(Release ID: 1505951) Visitor Counter : 2

Background release reference

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীপ্রায়শই বলতেন যে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ছয় লক্ষ গ্রামের মধ্যেই ভারতবর্ষ বাস করে

